২

ভিডিও

বাজার পরিক্রমা

২০০১

ঈদ ফ্যাশন

সামনে ঈদ। ক্রেতা-বিক্রেতার যুদ্ধ এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে। দরদামের ঝামেলা থেকে রক্ষা পেতে সাপ্তাহিক ২০০০ আয়োজন করেছে ঈদ বাজার পরিক্রমা ...

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ঈদ ফ্যাশন প্রতিযোগিতার সংখ্যাটি নিয়ে ক্রেতারা ঢুকছে দোকানে। ছবির পছন্দের পোশাকটি বেছে নিচ্ছেন দোকান থেকে। বিক্রেতারা খুশি, বিক্রি বেড়ে গেছে বলে। খুশি ক্রেতারাও, পছন্দের পোশাকটি কেনার জন্য দোকানে দোকানে ঘুরতে হচ্ছে না বলে। পোশাক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এবং ক্রেতার মাঝে এই সম্মিলন ঘটাতে পেরে আভিভূত আমরাও।

এ বছর সাপ্তাহিক ২০০০ শুধু পত্রিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং চলে এসেছে ভিজুয়্যাল মিডিয়াতেও। ঈদকে সামনে রেখে এবার সাপ্তাহিক ২০০০ একুশে টেলিভিশন-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি করেছে ফ্যাশন অনুষ্ঠান। এতে থাকছে ৫টি পর্ব। ৫ পর্বের এই ফ্যাশন অনুষ্ঠানে থাকছে সাপ্তাহিক ২০০০-এ পুরস্কারপ্রাপ্ত সব পোশাক। এছাড়াও থাকছে ২০০০-এ অংশগ্রহণকারী অন্যান্য প্রতিষ্টানগুলোর পোশাক। সাথে আরও থাকছে অংশগ্রহণকারী পোশাক নির্মাতাদের এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার—তারকাদের ঈদের ভাবনা। একুশে সাপ্তাহিক ২০০০ ঈদ ফ্যাশন প্রতিযোগিতা নামে এই ফ্যাশন অনুষ্ঠানটি রমজানের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই একুশে টেলিভিশনে দেখানো হবে।

আমাদের দেশের কেনাকাটা মূলত উৎসবকেন্দ্রিক। এর মধ্যে ঈদ একটি বড় ধর্মীয় উৎসব। ঈদকে সামনে রেখেই পোশাক নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ও ডিজাইনাররা নতুন নতুন পোশাক তৈরি করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের পত্রিকাও ঈদকে লক্ষ্য করে আয়োজন করেছে ঈদ ফ্যাশন প্রতিযোগিতার সাপ্তাহিক ২০০০-এ বিষয়কে মাথায় রেখেই এ সময় দুটো ফ্যাশন সংখ্যা বাজারে ছাড়ছে। এর ফলে সচেতন ক্রেতাদের পোশাক নির্বাচনে আজকাল আর ততোটা ঝামেলা পোহাতে হয় না।

গৃহিণীদের কেনাকাটার সুবিধার জন্য এবারের বাজার পরিক্রমায় থাকছে পায়ের জুতো থেকে শুরু করে শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, ছেলেদের পোশাক, বাচ্চাদের জামা কাপড়, যাকাতের কাপড়, এক্সেসরিজ ও উপহার সামগ্রী।

এবারের ঈদে শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, ছেলেদের পাঞ্জাবি, সব ক্ষেত্রেই এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের পেছনে মুখ্য ভূমিকা রাখছে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো। এই চ্যানেলগুলো ফ্যাশন সম্পর্কে, স্টাইল সম্পর্কে একটি ধারণা দিচ্ছে, সৃষ্টি করছে নতুন নতুন ধারা। তাই আমাদের দেশীয় পোশাকেও প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে।

সালোয়ার কামিজের কাটছাঁটে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। ট্র্যাডিশনাল লম্বাটে ধরনের ফিটেড সালোয়ার কামিজের চল থাকলেও শর্ট কামিজ, পায়জামার সঙ্গে দোপাট্টা পরার স্টাইল এখন এখানে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। শাড়িতেও দেখা যাচ্ছে নতুনত্ব। স্প্রে, ব্লক, এমব্রয়ডারি, সুতার কাজের পাশাপাশি হ্যান্ড পেইন্ট শাড়িতে এনেছে ভিন্ন মাত্রা। এছাড়া শাড়ির

বুননেও বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে।

দেশীয় শাড়ির ব্যবহার আমাদের দেশে সবসময় ছিল, থাকবেও। আশা করা হচ্ছে এবারের ঈদেও দেশীয় শাড়ি যথেষ্ট পরিমাণে চলবে। দেশীয় শাড়ির মধ্যে পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইলের শাড়ি উল্লেখযোগ্য। ঢাকার বিভিন্ন বিপণি বিতানগুলোতে এই শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে এবং দাম রাখা হচ্ছে ১২০০ থেকে ১৮০০ টাকা।

টাঙ্গাইলের শাড়িতে যদি নতুনত্ব চান তবে আপনাকে চলে যেতে হবে বেইলি রোডের শাড়ির দোকানগুলোতে। এছাড়া সাপ্তাহিক ২০০০ ঈদ ফ্যাশন প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রাপ্ত শাড়ি পাবেন 'ইত্যাদি' দোকানটিতে। এ ছাড়াও এই দোকানটিতে বিভিন্ন মূল্যের শাড়ির ব্যাপক সমারোহ দেখতে পাবেন। ৪৫০ টাকা থেকে ৩৫০০ টাকা পর্যন্ত শাড়ি এখানে পাবেন। বেইলি রোডের অতি পরিচিত দোকান টাঙ্গাইল শাড়ি কুটির এবার ঈদে তাদের শাড়ির ভান্ডারে এনেছে মসলিন। এই মসলিনের ওপর হাতের কাজ। পার্টিড্রেস হিসেবে খুবই গ্রহণযোগ্য। এছাড়াও এখানে থাকছে তাদের নিজস্ব সিল্কের ওপর ব্লক ও হাতের কাজের সংমিশ্রণ। সিল্কের শাড়ির মধ্যে তাদের এক্সক্লুসিভ হচ্ছে টাঙ্গাইল স্ট্রাইপ সিল্কের ওপর ব্লক প্রিন্টের কাজ। শাড়ির ক্ষেত্রে তারা এবার গুরুত্ব দিচ্ছেন লেমন কালার, মেরুন ও কালোর সংমিশ্রণ। নেভি ব্লু ও কালোর সংমিশ্রণকে। এখানে শাড়ির মূল্য রাখা হয়েছে সুতি শাড়ি ৩২০ থেকে ২৫০০ টাকা। সিল্ক ৬৫০ থেকে ১১০০০ টাকার মধ্যে। জামদানি ১৫০০ থেকে ২৫০০ টাকা।

দেশীয় তাঁতের শাড়ির আরেকটি বিপুল সম্ভার হচ্ছে প্রবর্তনা। যারা ঈদের জন্য হালকা রঙের স্নিগ্ধ শাড়ি চান তারা চলে যেতে পারেন প্রবর্তনায়। হালকা কাজের ছোট বুটির তাঁতের শাড়ি ঈদের পবিত্রতাকে ধরে রাখতে অসাধারণ। ২৫০ টাকার তাঁতের শাড়ি থেকে ৩০০০ টাকার জামদানি সবই পাওয়া যায় প্রবর্তনায়।

কালো, পেস্ট, ফিরোজা, টিয়া সবুজ, ব্লু, সুরমা, সাদা কালোর সম্ভারে এবারের ঈদের শাড়িকে সাজিয়েছে দোয়েল সিল্ক। মিলের দামে এখানে শাড়ি পাওয়া যায়। বিভিন্ন ওজনে এখানে শাড়ির মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সাপ্তাহিক ২০০০-এর পুরস্কার প্রাপ্ত শাড়িগুলো এখানে বিভিন্ন ওজনে পাওয়া যাবে জানালেন দোয়েল সিল্কের কর্ণধার জিএম আলমগীর। দোয়েল সিল্কের উত্তরণে ঈদ ফ্যাশন প্রতিযোগিতা মুখ্য ভূমিকা রেখেছে বলে তিনি মনে করেন। তাই প্রত্যেকের এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা উচিত। তিনি আরো জানালেন কোনাকুনি ডিজাইন ও পাল্লুপার্ট এই দুই

বাজার পরিক্রমা ২০০১ : ঈদ ফ্যাশন ক্যাটালগ ২-এ পোশাকগুলি যারা পরেছেন :

লাক্স আনন্দধারা ফটোজেনিক : **অপি, মিলা, শুভ্রা, চুমকি, নাজমা, আফরোজ, ইভা, মিতা**
টিভি স্টার : সুইটি, ইশিতা, তারিন, শাওন, সুমি, রিচি, ফিমা, রুমানা, নাতাশা, চাঁদনী, মিশু, মৌসুমী, লিটু, রুবেল, নাদিম।
চলচ্চিত্র তারকা : **একা, ফেরদৌস, মান্না।**
মডেল : **তিন্নি, ববি, ফারহানা, লগ্না, স্বপ্না, রেশমা, অনি, নাদিয়া, স্বপ্না, তামান্না, শাওন, লোপা, নিশো, ইফতেখার, জুনায়েদ, আরিফিন, সাঈদ।**

আলোকচিত্রী : **ডেভিড বারিকদার, তুহিন হোসেন**
প্রযুক্তি উপদেষ্টা : **শাহরিয়ার ইকবাল রাজ**
প্রোগ্রামার : **নাসিম আহমেদ**
গ্রাফিক্স : **নূরুল কবীর, কনক আদিত্য**
বাজার পরিক্রমা : **রেজওয়ানা নূর ও সঞ্চিতা শর্মা**
আয়োজক সহকারী : **শেখ মনজু, চন্দন, মুন, সনি, উর্মী এষা ও বুনু**
সমন্বয়কারী : **সুমী শাহাবুদ্দিন এবং সাশা চৌধুরী**
প্রধান সমন্বয়কারী : **বিজলী হক**

ধরনের এক্সক্লুসিভ শাড়ি পাওয়া যাবে ঈদে। এছাড়া বুননে বৈচিত্র্য ছাড়াও আলতামিরার ডিজাইন, প্রকৃতি, ফুল লতা পাতা তো থাকছেই। প্রতি সপ্তাহেই আসছে নতুন নতুন শাড়ি। ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহীর সব শোরুমগুলোতে সব ধরনের শাড়ি পাওয়া যাবে।

ঈদে যদি গর্জিয়াস শাড়ি চান তবে আপনি যেতে পারেন মিরপুরের দিকে। মোবাইল, বিন্দি, ফুলওয়ারী ডিজাইনের শাড়ি পাবেন শাড়ি কালেকশনে। এখানে সর্বোচ্চ শাড়ির মূল্য রাখা হয়েছে ৩৫,০০০ টাকা। শাড়ি কালেকশনের কর্ণধার জামিল আহসান জানালেন এবারের ঈদে পিঙ্ক শেডের ওপর জোর দিলেন বেশি। সেই সঙ্গে পুরস্কারপ্রাপ্ত শাড়িগুলোও যথেষ্ট পরিমাণে ও বিভিন্ন শেডে পাওয়া যাবে।

এছাড়া দেশীয় মেটেরিয়ালে আরো শাড়ির খোঁজ আপনি পেতে পারেন নবরূপা, সাজি, সপুরা সিল্ক, উষা সিল্ক, মোল্লা সিল্ক-এর মতো দোকানগুলোতে।

দর্জির ডিজাইনার সেলিনা চৌধুরী জানালেন তাদের শাড়ি পাওয়া যাবে বলাকা সিল্কের ওপর ব্লক ও এমব্রয়ডারির মধ্যে। দাম পড়বে ২৪০০ থেকে ৩৫০০ টাকা। সুতি সালোয়ার-কামিজের দাম ১১০০ থেকে ২০০০ টাকা। জর্জেটের ওপর কাজ করা থ্রি পিসের দাম ১৮০০ থেকে ৩০০০ টাকা। সিল্কের সালোয়ার-কামিজের ৩০০০ থেকে ৪০০০ টাকা। দর্জি প্রধানত এমব্রয়ডারি, স্প্রে, হাজার বুটি, গ্লাস ফিটিং, পুঁতি ও চুমকীর কাজ করে থাকে। এবং রঙের ক্ষেত্রে মেরুন শেড, অলিভ, ফিরোজা, ম্যাজেন্টা শেডের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে এবারের ঈদে। দর্জির স্পেশালিটি হলো তারা সিল্কের কাপড় স্টোন ওয়াশ করিয়ে নেয়। এবার ঈদে নেট ও সার্টিনের কাপড়ের থ্রি পিস পাওয়া যাবে। তিনি আরও জানালেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিযোগিতা সংখ্যার বিজ্ঞাপনের দারুণ প্রভাব পরেছে তার প্রতিদিনের ওপর। এ সংখ্যা বছরে আসা মাত্র ক্রেতাদের ভিড় ক্রমন্বয়ে বেড়ে উঠছে।

বাংলার মুখ দেখিয়াছি– এ স্লোগান নিয়ে এ বছরের মে মাসে যাত্রা শুরু করে বাংলার মেলা। ইতিমধ্যেই স্থানীয় বাজারে এসেছে বাংলার মেলা তার অবস্থান সম্পর্কে ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে পেরেছে বলে মনে করেন বাংলার মেলার পণ্য সম্প্রসারণ বিভাগের পরিচালক এমদাদ হক। তিনি জানান, এ বছরের ঈদ ফ্যাশন প্রতিযোগিতায় বাংলার মেলা একাধিক পুরস্কার পাওয়ায় দেশী বাজারে তাদের পরিচিতির পাশাপাশি ক্রেতাদের কাছে দারুণভাবে সাড়া পাচ্ছে। বিশেষ করে দেশী ফেব্রিক উজ্জ্বল রঙ, আধুনিক কাটছাঁটের সঙ্গে দামের সাযুজ্য থাকায় ফ্যাশন সচেতন ক্রেতা মহলের কাছে ক্রমণ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তিনি জানান, বাংলার মেলা নতুন হলেও একই মিডিয়ায় তিনি গেল তিন বছর গ্রামীণ উদ্যোগে কর্মরত ছিলেন। তার ডিজাইনকৃত পোশাক ২০০০ ঈদ ফ্যাশনে নির্বাচিত হওয়ার ফলে ব্যাপক বাজারজাতকরণে সক্ষম হয়েছে। তিনি একই প্রেক্ষাপটে বাংলার মেলাকে স্থানীয় ক্রেতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করানোর প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের বহুলাংশে কেনাকাটা হয় ঈদে। একমাত্র এই ঈদকে কেন্দ্র করেই দেশী কাপড়, দেশী ডিজাইনের বাজারকে স্থায়ী করা যেতে পারে। সম্প্রতি বুটিক বা ফ্যাশন হাউসগুলোর ক্রমবর্ধমান হার দেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত নীরবে ব্যাপক ভূমিকা

রাখছে। মিডিয়া আর প্রতিষ্ঠানগুলোর যোগসূত্র এ ক্ষেত্রে মুখ্য দায়িত্ব পালন করছে। মিরপুর ও বনানীতে বাংলার মেলার শো রুমে থাকছে সাপ্তাহিক ২০০০-এর পুরস্কার প্রাপ্ত কিছু পোশাক। এছাড়াও থাকছে ৩২০ থেকে ১৮৫০ টাকার মধ্যে শাড়ি। ৬৫০ টাকা থেকে ১১০০ টাকা পর্যন্ত সালোয়ার কামিজ। এবং ১৭৫ টাকা থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত বাচ্চাদের পোশাক। এছাড়াও থাকছে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী ও ঘর সাজানোর সামগ্রী।

আজকাল বিভিন্ন ফ্যাশন হাউজগুলো নিজস্ব স্বকীয়তায় অনন্য হয়ে উঠেছে। এরাও ঈদকে সামনে রেখে তাদের পোশাক তৈরি করে।

বরাবরের মতো দেশীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে শাড়ি ও সালোয়ার কামিজ তৈরি করেছে হেনরিজ হেরিটেজ। ডিজাইনার শাহরুখ শহীদ জানালেন শাড়ির উপাদানের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন সিল্ক, জর্জেট নেট, মসলিন, টাঙ্গাইল ও সুতিকে। রঙের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে লাল, হলুদ, টিয়া সবুজ, কমলা, নীল, পেস্ট ও বেগুনি রঙ।

সালোয়ার কামিজের ক্ষেত্রে নতুনত্ব হচ্ছে কামিজের নেক লাইনে এবং স্লিভে মেশিন ওয়ার্ক, ব্লক ও জারদৌজির কাজ। এছাড়া কামিজের নিচের অংশে ব্লকের পাড় ব্যবহার করেছেন। এখানে শাড়ি পাওয়া যাবে ৬৫০ টাকা থেকে ৪৫০০ টাকা পর্যন্ত। এবং সালোয়ার কামিজ পাওয়া যাবে ১২০০ থেকে ২০৫০ টাকার মধ্যে। মেরুন, কালো, গাঢ় বাদামী, চকলেট, নীলের নানা শেড জলপাই সবুজ ইত্যাদি রঙের বর্ণিল ব্যবহার কে ক্র্যাফট সাজিয়েছে তাদের পোশাককে। কে ক্রাফট-এর পোশাকে এপলিক, আড়িকাজ, কাঁথাফোড়, চুমকি, গ্লাস সেটিং, ব্রক প্রিন্ট ও মেশিনে এমব্রয়ডারির সমাহার দেখা যায় বেশি। রাতের জন্য জমকালো পোশাকের পাশাপাশি দিনের জন্য স্নিগ্ধ কোমল সালোয়ার কামিজও রয়েছে এখানে। এখানে সালোয়ার কামিজের মূল্য রাখা হয়েছে ৯৫০-৪০০০ টাকা। এবং শাড়ির মূল্য রাখা হয়েছে ৫০০ থেকে ৪০০০ টাকা পর্যন্ত।

নানা রঙের কালেকশন থেকে রঙ বাছাই করে পোশাক তৈরি করেছেন ওজি'র ডিজাইনাররা। মূলত রঙ দিয়েই তৈরি হয়েছে নানান ডিজাইনের নানান মাধ্যমের পোশাক। এখানে শাড়ি পাবেন ৬৫০ থেকে ৪৫০০ টাকার মধ্যে।

ঈদের পোশাকে কারচুপি ও হ্যান্ড পেইন্টই প্রধান আকর্ষণ অঞ্জনস-এর পোশাকে। ডিজাইনার শাহীন আহমেদ জানালেন, ঈদ ফ্যাশন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাওয়ায় ভালো রেসপন্স পাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে লাভবানও হচ্ছি।

এখানে শাড়ি পাওয়া যাবে ৮৫০ টাকা থেকে ৩৫০০ টাকার মধ্যে। এবং সালোয়ার কামিজ পাওয়া যাবে ১০৫০ টাকা থেকে ৩২০০ টাকার মধ্যে।

গুঞ্জনের কর্ণধার রাসা ইসলাম হলুদ, সবুজ, পার্পেল, কালোর সমাহারে সাজিয়েছেন তার ঈদের পোশাকগুলোকে। বিশেষ করে গ্লিটারের ব্যবহারে রাসা ইসলামের পোশাককে দিয়েছে আলাদা চাকচিক্য।

নিপুণের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ফারুক জানালেন নিপুণের প্রত্যেকটি পোশাক তৈরি হয়েছে ঈদকে সামনে রেখে। প্রত্যেকটি পোশাকেই রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য।

নিপুণের পোশাকে গাঢ় রঙের বৈচিত্র্য দেখা যায়। এখানে শাড়ি ও সালোয়ার কামিজ পাওয়া যাবে ৩৭৫ থেকে ৩০০০ টাকার মধ্যে।

অভিনেত্রী আফসানা মিমির ফ্যাশন হাউজ 'রঙ' হ্যান্ড পেইন্টের শাড়ির জন্য খ্যাত। বরাবরের মতো এবারের ঈদেও সিল্ক ও তাঁতের শাড়িতে হ্যান্ডপেইন্টের বৈচিত্র্য দেখা যাবে রঙের শাড়িতে। এছাড়া ক্রেপ জর্জেটে এমব্রয়ডারি কাজ, জর্জেটে ব্লক ও হ্যান্ড পেইন্ট কামিজ পাওয়া যাচ্ছে রঙ-এ। এখানে ১২০০-৩৫০০ টাকার মধ্যে সালোয়ার কামিজ ও ২০০০ থেকে ৪০০০ টাকার মধ্যে শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে।

নারায়ণগঞ্জের ফ্যাশন হাউজ 'রঙ'-এর এবারের ঈদের শাড়িতে স্পেশাল আকর্ষণ হচ্ছে চুন্দ্রিতে আড়ি কাজ এবং টাঙ্গাইল পাহাড়ি কাতান শাড়ি। পাহাড়ি কাতানের মধ্যে সিল্ক, হাফসিল্ক ও কটন– এই তিন রকমই আছে। এছাড়াও রয়েছে ঐতিহ্যবাহী মনিপুরী ডিজাইনে মিক্সড সুতার পাড়ের তাঁতের শাড়ি। রঙ-এর শাড়ির দাম ৮৫০ থেকে ১৬২৫ টাকা এবং সালোয়ার কামিজ ৬৫০ থেকে ২২০০ টাকা পর্যন্ত।

সংশোধনী

ঈদ ফ্যাশন প্রতিযোগিতা সংখ্যায় (ক্যাটালগ-১) পুরুষ বিভাগে ৬ষ্ঠ স্থান পাওয়া পাঞ্জাবিটি ভুলবশত দোকানটির নাম **'বাংলার মেলা'**র পরিবর্তে **'সাপনে'**র নাম ছাপা হয়েছে।

লুপিন কালেকশন
মাইডাস মিনিমার্ট
গুলশান, বেইলী রোড, প্রিয়াঙ্গন শপিং সেন্টার (মিরপুর রোড)
ফোন : ৯৩১৩৪৮৭, ৮৩১৪০৮৩

নিপুন : পুরস্কারপ্রাপ্ত ১ম পোশাকটির দাম ১২৭৫ টাকার পরিবর্তে ১৯২৫ টাকা ভুলবশত ছাপা হয়েছিল।

এই সমস্ত ফ্যাশন হাউজগুলো ছাড়াও আপনি আপনার পোশাক কিনতে চলে যেতে পারেন গাউসিয়া মার্কেট, ধানমন্ডি হকার্স মার্কেট, নিউ মার্কেট, ধানমন্ডি প্লাজা, অর্কিড প্লাজা ও ইস্টার্ন প্লাজা বা রাপা প্লাজায়। দেশীয় শাড়ি ও সালোয়ার কামিজের পাশাপাশি বিভিন্ন বিদেশী শাড়ি ও সালোয়ার কামিজ আপনি পাবেন সেখানে। গাউসিয়া মার্কেটের স্বপন ফ্যাশন হাউসের কর্ণধার সুবীর কুমার সাহা বলেন, গাউসিয়া মার্কেটে এখনো ৫০০০ টাকার ওপরে কোনো পোশাক আসেনি। বিদেশী পোশাকের পাশাপাশি দেশীয় কাপড়ের মধ্যে চলছে আইকন জর্জেট, টিসু, ম্যাঙ্গো শেড-এর কাপড়ের ওপর এমব্রয়ডারি কাজ। হাতের কাজ, ভ্যারকেটসি ও কারচুপির কাজ। এছাড়া কটন কাপড়ের ওপর চুন্দ্রির কাজ করা কিছু পোশাক এসেছে এবারের ঈদে।

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে এবারের ঈদে এসেছে ভিন্ন ধরনের কিছু পোশাক। একে ফিউশন বলা যায়। সাপ্তাহিক ২০০০-এর ঈদ ফ্যাশন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত কিছু প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের পোশাক পাওয়া যাবে। এই ধরনের পোশাকের জন্য আপনি যেতে পারেন অঞ্জন'স, কন্যা জায়া জননী, কে ক্রাফট, টেক্সমার্ট-এর মতো ফ্যাশন হাউজগুলোতে। ৪০০ থেকে ৪০০০ টাকার মধ্যে আপনি বেছে নিতে পারেন আপনার পছন্দের পোশাকটি।

পাজামা-পাঞ্জাবি-শাল

এই ঈদে ছেলেদের পোশাকের মধ্যে বেশি চলে পাঞ্জাবি। সুতি, সিল্ক, খাদির পাঞ্জাবির কদর সব সময়। পাঞ্জাবি কেনার জন্য আপনি চলে যেতে পারেন এলিফ্যান্ট রোডের দোকানগুলোতে বা মৌচাক মার্কেটের পাশের দোকানগুলোতে। সেখানে আপনি সব ধরনের পাঞ্জাবি পাবেন। পাঞ্জাবির মূল্য রাখা হয়েছে ২৫০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকার মধ্যে। তার পরেও আপনি ঈদে যদি আলাদা কিছু চান তবে চলে যান প্রসিদ্ধ ফ্যাশন হাউজগুলোতে।

অঞ্জন'স এবার ঈদে তাদের পাঞ্জাবির কাপড়ে ব্যবহার করেছে নরসিংদীর আদ্দি কটন, কুমিল্লার খদ্দর, মানিকগঞ্জের এন্ডি কটন, রাজশাহী সিল্ক ও জয়েশ্বরী সিল্ক। পাঞ্জাবির কাজের মধ্যে গুরুত্ব পেয়েছে ব্লক ও স্ক্রিন প্রিন্ট, কারচুপি। ভরাট ও কাঁথা কাজ এবং বাটিকের কাজ। পাঞ্জাবির রঙে উঠে এসেছে সাদা, ক্রিম, কালোসহ বিভিন্ন রঙের কাপড়। এখানে বিভিন্ন কাপড়ের পাঞ্জাবি পাবেন ৯৬৫-২২০০ টাকার মধ্যে। এছাড়া সিল্কের শেরোয়ানি পাবেন ১৬৫০ থেকে ২৩৫০ টাকার মধ্যে। শীতকে সামনে রেখে

পাঞ্জাবির সঙ্গে শালও তৈরি করেছেন এরা। মূলত খদ্দর ও কটন কাপড়ে ব্লক ও স্ক্রিন প্রিন্টের কাজ করা হয়েছে শালগুলোতে। মূল্যসীমা ২৫০ টাকা। সাপ্তাহিক ২০০০ পুরস্কার প্রাপ্ত পাঞ্জাবি নিয়ে নতুন আঙ্গিকে এবার এসেছে বাংলার মেলা। এখনে কটন প্রিন্টেড পাঞ্জাবি ছাড়াও থাকছে সিল্ক, এনি জয়শ্রী ও এমব্রয়ডারি ও কারচুপী পাঞ্জাবি। এছাড়াও থাকছে ছেলেদের শালসহ প্রিন্টেড পাঞ্জাবি। আরও থাকছে বিভিন্ন ডিজাইনের শেরওয়ানী। মূল্য পরবে ২৫০ টাকা থেকে ১১০০ টাকা পর্যন্ত।

প্রতি বছর কে ক্রাফট-এর পাঞ্জাবি পুরস্কার পেয়ে আসছে ঈদ ফ্যাশন প্রতিযোগিতায়। পাঞ্জাবির সঙ্গে ম্যাচিং শাল ও পাজামা সেট কে ক্রাফটের ঈদ কালেকশনের একটি জনপ্রিয় আইটেম। কে ক্রাফটের এবারের ঈদের কালেকশনে ব্লকে জ্যামিতিক ডিজাইনের পাশাপাশি ফ্লোরাল মোটিফের ব্যবহার লক্ষণীয়। এখানে পাঞ্জাবি পাওয়া যাবে ৩৯৫ টাকা থেকে ৩৫০০ টাকার মধ্যে।

এছাড়া 'মেলা'তে শালসহ পাঞ্জাবি পাবেন ৩০০ থেকে ৪০০০ টাকার মধ্যে। নিপুণেও পাবেন কিছু ভিন্নধর্মী শালসহ পাঞ্জাবি। এখানে পাঞ্জাবির মূল্য রাখা হয়েছে ৩৯৫ থেকে ৬৫০০ টাকার মধ্যে। হেনরিজ হেরিটেজ, ওজি, আবর্তন, সাপনে, সপুরা সিল্ক মিলস্, মাইডাস মিনি মার্টে শালসহ পাঞ্জাবি পাওয়া যাবে। শুধু শাল যদি কিনতে চান তবে চলে যেতে পারেন কুমুদিনী, প্রবর্তনায়। ২৫০ থেকে ২০০০ টাকার মধ্যে আকর্ষণীয় শাল পাবেন সেখানে।

ছেলেদের ব্রান্ডের শার্ট প্যান্ট

ছেলেদের দেশীয় ব্রান্ড বলতে আমরা বুঝি ক্যাটস আই, মুনমুন রেইন, মিল আর আর্টিস্টি কালেকশনকে। এছাড়া বাইরের ব্রান্ডের মধ্যে রয়েছে সান ফ্রিসকো, লুইস ফিলিপ্পি, পিটার ইংল্যান্ড, অ্যালানসলি, ভ্যান হিউমেন ও বাই ফোর্ড। আমাদের দেশের হ্যান্ডি বাজার, এক্সটেসি, মিলেনিয়াম ও মাইডাস মিনিমার্টও বিক্রি করছে দেশীয় গার্মেন্টস-এর শার্ট ও টি-শার্ট। এছাড়া উডল্যান্ড ও রিবকেও পাওয়া যাবে তাদের ব্রান্ডের শার্ট ও টি-শার্ট।

ছেলেদের কড, জিন্স, গ্যাবার্ডিন, কার্গো ট্রাউজারও পাওয়া যাবে এসব প্রতিষ্ঠানে। দাম পড়বে ৪০০ থেকে ১৫০০ টাকার মধ্যে।

ক্যাটস আই-এ এবারের ঈদে পাওয়া যাবে ফুল স্লিভ কালো টি-শার্ট, শেরওয়ানি, প্রিন্স কোট, পার্টি স্যুট, ফ্লিজ কাপড়ের জ্যাকেট, বডি ফিটিং জ্যাকেট, শর্ট জ্যাকেট। এবার পাঞ্জাবিতে পুঁতি, জরি, চুমকির কাজ করছে প্রথম ক্যাটস আই। অ্যামব্রয়ডারি ও হাতের কাজও থাকবে। সিল্ক ও ভারী পুঁতির পাঞ্জাবি থাকবে। প্যান্টের সাথে পরার মত করে পাঞ্জাবি ডিজাইন করা হয়েছে।

মুনসুন রেইনও ঈদ উপলক্ষে জরি, পুঁতি, হাতের কাজ ও অ্যামব্রয়ডারির কাজ করা পাঞ্জাবি বিক্রি করবে। এছাড়া ব্লেজার, শার্ট, প্যান্ট, স্যুট, শেরওয়ানি, প্রিন্স কোট, বডি ফিটিং শার্ট ও গেঞ্জি তো আছেই। দাম আপনার নাগালের মধ্যে।

ফর্মাল শার্টের মধ্যে নীল রঙের সাদা ও অফ হোয়াইট শার্ট ভালো চলছে। এছাড়া আকাশি, সবুজ, বাদামি বটল গ্রিন, অলিভ গ্রিন রঙও পরতে পারেন ঈদে।

আর্টিস্টি কালেকশনের ৩০টি রঙের শার্ট চলছে বাজারে। আবার প্ল্যানেট ফ্যাশন তাদের প্রতিটি ব্রান্ডের শার্টের প্রায় ১০০টি রঙের শার্ট বিক্রি করছে।

এবার আসা যাক শার্টের দামের ব্যাপারটিতে। অ্যালেনসলির দাম ১ হাজার ৫০০ থেকে ২ হাজার টাকা, লুই ফিলিপ ১০০০ থেকে ২৫০০ টাকা, পিটার ইংল্যান্ড ৭০০ থেকে ১২০০ ও ভ্যান লুইসেনের দাম ৯৫০ থেকে ২৯০০ টাকা।

টি-শার্ট

আপনি আপনার পছন্দের টি-শার্ট পাবেন গ্যাপ, ক্যাটস আই, হ্যান্ডিবাজার টি-মল, টেক্সমার্ট ও প্রবর্তনায়। আলতামিরা ও বিগ বসেও আপনি টি-শার্ট পেতে পারেন।

প্রবর্তনায় হাফ টি-শার্টের দাম ১২০ টাকা। দেশীয় ঐতিহ্যকে স্ক্রিন প্রিন্টের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে প্রবর্তনার টি শার্টে। আলতামিরায় বিভিন্ন শিল্পীর হাতে আঁকা হাফ টি-শার্ট পাবেন ১০০ থেকে ২৫০ টাকায়। বিগ বসে পাবেন হাফ পলো শার্ট, ফুল স্লিভ পলো শার্ট ও হাফ টি-শার্ট। দাম ৮০ থেকে ৫০০ টাকা। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ১০% ডিসকাউন্টে।

হ্যান্ডি বাজারে টি মল প্রতিবারের মতো এবার ঈদেও বেশ কিছু নতুন ডিজাইনে টি-শার্ট বাজারে এনেছে। কটন আর মিক্সড কটন কাপড়ের এ টি-শার্টগুলোর অধিকাংশই ফুলস্লিভ টি-শার্ট। তবে বেশকিছু হাফ স্লিভ টি-শার্টও থাকছে। সে সঙ্গে ফুলস্লিভ পলো শার্ট। হ্যান্ডিবাজারের টি-শার্টগুলোর দাম ১৫০ থেকে ১৮০ টাকা। আর পলো শার্টের দাম ২৫০ থেকে ৪৫০ টাকা।

এবারের ঈদের জন্য টেক্সমার্ট নিট ফেব্রিক্স, পিকে ফেব্রিক্স কাপড়ের মধ্যে টি-শার্ট করেছে। স্ক্রিন প্রিন্টের কাজ করা হাফ

স্লিভ টি-শার্টের দাম পড়বে ১৫০ টাকা। আর ফুল স্লিভের দাম ৩৫০ থেকে ৪৫০ টাকা।

গ্যাপের ফুলস্লিভ টি-শার্ট ৩৯৫ থেকে ৬৯৫ টাকা, হাফস্লিভ টি-শার্ট ৩৪৫ থেকে ৫৯৫ টাকা। স্পোর্টস টাইপ টি-শার্ট ৫৯৫ থেকে ৭৯৫ টাকা। সেমি স্ক্রিন টি-শার্ট ৩৫০ থেকে ৫৫০ টাকা।

ক্যাটস আই-এর হাফ স্লিভ টি-শার্টের দাম ১৬০ থেকে ১৮০ টাকা। আর ফুলস্লিভ টি-শার্টের দাম ২২০ টাকা।

এছাড়াও ব্রান্ডের শার্টের বাইরে নর্মাল ফর্মাল শার্ট ও চেক শার্ট পাওয়া যাবে এলিফেন্ট রোড, বিগ বস, ইস্টার্ন প্লাজায় ও প্রিয়াঙ্গনে। দাম পড়বে ২৫০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে। বঙ্গবাজারের মার্কেটের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যাবে সস্তায় ফর্মাল শার্ট। এগুলোর দাম ৮০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে। এছাড়া নিউ মার্কেটের দোতলায় ও ঢাকা কলেজের উল্টোদিকের দোকানে সস্তায় শার্ট পাওয়া যাবে। তবে এসব জায়গা থেকে শার্ট কেনার সময় দামাদামির বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে।

ছেলেদের আরো টুকিটাকি

আতর : এবার ঈদে আতরের মধ্যে থাকছে রিমেম্বার মি, আরমানিয়া আমুর, আলম তারা, মুস্তাহা, আতর আল ক্বাযা, মুকাল্লাত ২০০০, এলস, আর্চ, ইওর চয়েস, রেইন বো, মাস্ক অল হারামাইন, মুকাল্লাত সুফি, তোহফা, আতর, অল হারামাইন, সিদফা, বারাফা, ওয়াফা, আল তিব ও আল যুয়াক। এগুলো সুদূর দুবাই থেকে আনিয়েছে মুনমুন রেইন। এছাড়াও বায়তুল মোকাররমেও বিভিন্ন সুগন্ধের আতর পাওয়া যাবে।

টুপি : ঈদের টুপি পাবেন বায়তুল মোকাররম ও নিউমার্কেটে। এছাড়া বিভিন্ন মসজিদের সামনেও টুপি বিক্রেতারা টুপি বিক্রি করেন। রুমি টুপি, নেপালি টুপি, জিন্নাহ টুপি, গোল টুপি, জালি টুপি, বেতের টুপি হরেক রকম টুপি পাবেন ২০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে। মেটাল অনুযায়ী দামের হেরফের হবে।

বাচ্চাদের পোশাক

ঈদে সবচেয়ে বেশি আনন্দে থাকে বাচ্চারা। ঈদের কাপড় অন্যেরা দেখে ফেললে তারা কেঁদে বুক ভাসায়। তাই ঈদের পোশাকটি তারা সযত্নে লুকিয়ে রাখে। ঈদে রঙিন জামা কাপড় পরে বাচ্চারা আনন্দ করে। এবারেও অন্যবারের মত বিভিন্ন বুটিক শপ ও দোকানগুলো তাদের জন্য নিয়ে এসেছে বৈচিত্র্যপূর্ণ ঈদের পোশাক। ছেলেদের জন্য ফতুয়া, পাঞ্জাবি সেট পাবেন এলিফ্যান্ট রোডে। এইসব ফতুয়া ও পাঞ্জাবিতে রয়েছে হাতের কাজ ও ব্লকের কাজ। দাম পড়বে ১৫০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে।

মেয়েদের ফ্রক, স্মোক করা ড্রেস, পাথর বসানো ড্রেস পাবেন ২০০ থেকে ৫০০ টাকায়। ছোট মেয়েদের সালোয়ার কামিজ পাওয়া যাবে ২৫০ থেকে ৪৫০ টাকায়। চুন্দ্রির ল্যাহেঙ্গা পাওয়া যাবে ৩৫০ থেকে ৫০০ টাকায়। টিস্যুতে লাহেঙ্গা পাবেন ৫০০ থেকে ৭০০ টাকায়, গাউসিয়ায়। গ্রেসে বিভিন্ন ধরনের বাচ্চাদের ড্রেস পাওয়া যাবে ৩০০ থেকে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত। মেলায় বেবী ড্রেস অর্থাৎ ৬ মাস থেকে ৬ বছরের বাচ্চাদের পোশাক পাওয়া যাবে ২০০ থেকে ১২শ' টাকা পর্যন্ত। বিভিন্ন কোয়ালিটিতে, মেটালে ও রঙে ড্রেসগুলো পাওয়া যাবে।

আড়ং ও গ্রামীণ সামগ্রীতে বিভিন্ন চেকের ও প্রিন্টের জামা পাওয়া যাবে, যাতে রয়েছে নানান ডিজাইন। দাম পড়বে ৩৫০ থেকে ৬০০ টাকার মধ্যে। এখানে বাচ্চাদের পাঞ্জাবি, শার্ট, গেঞ্জিও পাওয়া যাবে।

এক্সটেসি ও মিলেনিয়াম বেবী সেকশনে (পান্থপথে) পাওয়া যাবে বিভিন্ন ধরনের বেবী ড্রেস। বাংলাদেশ গার্মেন্টস-এ তৈরি গেঞ্জি কাপড় জিন্সের তৈরি কাপড়ের দাম পড়বে ২৫০ টাকা, গ্যাভার্ডিনের ফুল প্যান্ট পাওয়া যাবে ৩৫০ ও শার্ট ১৬০ থেকে ৩৫০ টাকার মধ্যে। ছেলে বাচ্চাদের ফুল প্যান্ট, থ্রি কোয়ার্টারের প্যান্ট এবার ঈদে বেশি চলছে। এছাড়াও পকেটসহ ফুল প্যান্ট ও ফুলশার্টও চলছে ভালো। হয়ত শীতে ঈদ বলেই এসবের চল বেশি। এইসব প্যান্ট ও শার্টের দাম ২০০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে পড়বে। গেঞ্জি সেট পাবেন ১৫০ থেকে ২ হাজার ৫শ' টাকায়। এলিফ্যান্ট রোডে থ্রি কোয়াটার প্যান্ট ও স্লিভ লেস গেঞ্জি সেট পাবেন ৫০০ থেকে ৯০০ টাকায়। মিকি মাউস, টুইটি, বাগস বানি বা পোকেমন টি শার্ট পাবেন ২৫০ থেকে ৪৫০ টাকায়। মেয়েদের ফ্রকে লেস ও পকেট দেয়া জামা বা ম্যাচিং ব্যাগ ও কাপড়সহ জামার দাম পড়বে ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা।

জুতা

ঈদে পোশাকের পাশাপাশি পা জোড়াকে আকর্ষণীয় করতে চাই এক জোড়া পাদুকা। আমাদের দেশের প্রধান জুতার বাজার হচ্ছে এলিফ্যান্ট রোড। এছাড়া রাপা প্লাজা, ইস্টার্ন প্লাজা, গাউসিয়া এবং নিউমার্কেটেও পাওয়া যাবে

ছেলে মেয়ে ও বাচ্চাদের হরেক রকম জুতা ও স্যান্ডেল।

ছেলেদের কোলাপুরি, ভোজপুরি স্যান্ডেলের দাম পড়বে ২৫০ থেকে ৩৫০ টাকা, লেদারের স্যান্ডেল সু'র দাম পড়বে ৩৫০ থেকে ৭০০ টাকা। একটু দামী স্যান্ডেল সু পাবেন ৫০০ থেকে ২০০০ টাকায়। কেডস্ সু পাবেন ১৫০০ থেকে ৩৫০০ টাকায়। পার্টি সু পাবেন ৭০০ থেকে ৭০০০ টাকায়। গ্রেসে ছেলেদের পার্টি সু পাওয়া যাবে ১৫০০ থেকে ৫০০০ টাকায়।

মেয়েদের জুতার মধ্যে ট্রান্সপারেন্ট, বোস্টন হিল ও পাথর বসানো স্যান্ডেলের খুব ডিমান্ড । মেয়েদের নর্মাল স্যান্ডেলের দাম পড়বে ১৮০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে। সিলভার, গোল্ডেন, ব্রোঞ্জ শেডের স্যান্ডেল পাবেন ২০০ থেকে ৫০০ টাকায়। গ্রেসে ৫০০ থেকে ১৫০০ টাকায় পাবেন মেয়েদের হরেক রকমের স্যান্ডেল।

মেয়েদের কোলাপুরি, জয়পুরি স্যান্ডেলের দাম পড়বে ২৭৫ থেকে ৩৫০ টাকার মধ্যে। রাপা প্লাজা, আলমাস ও চৌরঙ্গী ভবনে মেয়েদের পাথর বসানো পাকিস্তানি স্যান্ডেল পাবেন ৫০০ থেকে ১৫০০ টাকার মধ্যে। আড়ং-এর পিওর লেদারের স্যান্ডেল সু পাওয়া যাবে ৩০০ থেকে ৬০০ টাকার মধ্যে।

এছাড়া এবার বাটায় এসেছে ইন্টারন্যাশনাল বোস্টন হিল স্যান্ডেল। দাম ৪৫০ থেকে ৬৫০ টাকা। ছেলেদের সু ১৯০০ থেকে ২৭০০ টাকা। বাচ্চাদের স্যান্ডেল সু ও জুতা ২৫০ থেকে ৫০০ টাকা। ঈদ উপলক্ষে বাটা ১০০০ টাকার জুতা কিনলে ৫০ টাকা কমিশন দিচ্ছে এবার।

ঈদের এক্সেসরিজ

ঈদে জামা কাপড়ের পাশাপাশি তরুণী ও গৃহিণীরা বিভিন্ন ধরনের ইমিটেশনের গহনা ক্রয় করে থাকেন। বিশেষ করে তরুণীরা সালোয়ার-কমিজের সাথে ম্যাচ করে গহনা কিনে থাকেন। আপনি ইস্টার্ন প্লাজা, গাউসিয়া, নিউমার্কেট, কর্ণফুলী গার্ডেন সিটিতে মেটাল ও স্টোনের গহনার সেট পাবেন ১০০ থেকে ৩ হাজার টাকার মধ্যে। রাপা প্লাজায় পাবেন গোল্ড প্লেট করা গহনার সেট। দাম পড়বে ৩০০ থেকে ১০ হাজার টাকার মধ্যে। কানের দুল পাবেন ৪০ থেকে ৬০০ টাকার মধ্যে। স্টোন বসানো ট্রান্সপারেন্ট চুড়ি পাবেন ধানমন্ডি ৫নং রোডের কসমেটিক্স-এর দোকানে। চারটি করে চুড়ির এই সেটের দাম পড়বে ৪০০ থেকে ৬০০ টাকার মধ্যে।

ইস্টার্ন প্লাজায় কানের দুল পাবেন ৪০ থেকে ৬০০ টাকার মধ্যে, লকেট দুলসহ চেইন পাবেন ১২০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে, নরমাল প্লেইন চুড়ি ১৫০ থেকে থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকার মধ্যে। স্টোনের চুড়ি পাবেন ২০০ থেকে ৬ হাজার টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের রিস্ট লেট পাবেন ১০০ থেকে ২৫০ টাকার মধ্যে। ৮০ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে প্লেইন চেইন পাবেন। হ্যান্ড রিং পাবেন ৬০ থেকে ২৫০ টাকায়, পায়ের রিং পাবেন ২০ থেকে ৬০ টাকার মধ্যে। আলমাস ও রচনাতেও (ধানমন্ডি) পায়ের রিং পাবেন ৫০ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে। এখানে ছোট কানের দুল পাবেন ১৫০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে। ব্রেসলেট ১১০ থেকে ৩৫০ টাকায় পাবেন। ইস্টার্ন প্লাজা ও রাপা প্লাজাতে পায়ের মল পাবেন ৮০ থেকে ৭০০ টাকার মধ্যে। আলমাসে পায়ের মলের দাম ১০০ থেকে ২০০ টাকা, ব্রেসলেট ১১০ থেকে ৩৫০ টাকায়। আংটির সাথে হাত টানা (পাথরের) পাবেন ২৫০ টাকায় ইস্টার্ন প্লাজা ও গাউসিয়ায়। বিভিন্ন রকমের খোঁপার কাঁটা কিনতে পারবেন ৩৫ থেকে ২০০ টাকায়।

নিউমার্কেটে বিভিন্ন রঙের পুঁতির মালা পাবেন ৭০ থেকে ৮০০ টাকায়। গাউসিয়ায় পাওয়া যাবে কুন্দনের কানের দুল ও গলা, কানের সেট গহনা। দাম ১৫০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে।

প্রবর্তনা, আড়ং, আশা আসিয়ানা, মেলা ও আইডিয়াসে পাওয়া যাবে মাটির দুল ২০ থেকে ৬০ টাকার মধ্যে, গহনার সেট ৭০ থেকে ২০০ টাকা। মাটির মালা পাবেন ২০ থেকে ৬০ টাকার মধ্যে। কারিকাতেও মাটির গহনা পাওয়া যাবে। হলমার্ক, আইসকুল, আর্চিস থেকে আপনি ২০ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে পুঁতির চুড়ি, দুল ও মালা কিনতে

চট্টগ্রামে ঈদের বাজার

আসন্ন ঈদ উপলক্ষে চট্টগ্রামে এখনো বাজার জমে ওঠেনি। এর পেছনে অব্যাহত সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি দায়ী বলে মনে করছে ব্যবসায়ী মহল। পূজা উপলক্ষে ব্যবসায়ীদের যে সংগ্রহ ছিল তাও প্রায় পুরোটাই রয়ে গেছে বলে অনেক প্রতিষ্ঠিত দোকান সূত্রে জানা যায়। তবু থান কাপড় প্রচুর এসেছে বাজারে। ভারতীয় এবং পাকিস্তানি থ্রিপিসের কাপড় হ্যান্ড এমব্রয়ডারি এবং মেশিন এমব্রয়ডারি সুতি এবং সিল্ক কাপড়ে বিভিন্ন আকর্ষণীয় রঙে বাজারে উঠেছে। শাড়ির মধ্যে জারদৌসী এখনো চাহিদা মেটাচ্ছে।

থান কাপড় : সেন্ট্রাল প্লাজা সৌখিন থান কাপড়ের জন্যে বিখ্যাত। রুচিশীল তরুণী মাত্রেই ছুটছেন এখানে। এবার ঈদ উপলক্ষে এই মার্কেটের প্রায় প্রতিটি দোকানেই রয়েছে সুতি, সিফন জর্জেট সিল্কে আকর্ষণীয় প্রিন্ট এবং এমব্রয়ডারি কাপড়। মূল্যমান ৭০০ থেকে ৩২০০ টাকা পর্যন্ত। হালকা আকাশি বেবী পিংক, তুঁতে রঙ, মেহেদী রঙ, পার্পল, বাসন্তী, লাল, সাদা সব রঙেই কোনো না কোনো দোকানে মিলে যাবে। সাধারণ মধ্যবিত্তের নাগালে ভারতীয় প্রিন্ট, সিফন, জর্জেট, সুতি ৫০০ থেকে ১০০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। অনেক টেইলার কাপড় নিচ্ছে না, তবু থান কাপড়ের খোঁজে এখনো অনেকেই আসছেন।

বিপণি বিতানেও হাতে গোনা কয়েকটি দোকানে এসব কাপড়ের কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে। মিমি সুপার মার্কেট, চিটাগাং শপিং কমপ্লেক্স এবং লাকি প্লাজা (আগ্রাবাদ) ঘুরে দেখা গেছে এ ধরনের থান কাপড়ের পাশাপাশি তৈরি পোশাকের বেশ সমাহার ঘটেছে এবার। ব্লক প্রিন্ট সুতি, সিল্ক, ভারতীয়, পাকিস্তানি থ্রি পিস ৮০০ থেকে ২০০০ টাকায় এবং চিকেনের কাজে ২০০০ থেকে ৩০০০ টাকায় থ্রিপিস বিপণি বিতানের দোতলায় কয়েকটি দোকান এবং মিমি সুপার মার্কেটে সহজে পাওয়া যাচ্ছে।

শাড়ি বৈচিত্র্যে চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে শাড়ির বৈচিত্র্য বরাবরই রয়েছে। গেল বছর শাড়ির দাম সর্বোচ্চ ৭০,০০০ পর্যন্ত হাঁকা হয়েছিলো। 'মিলেনিয়াম হিট' সেই শাড়ি পরে ৪০,০০০ টাকায় কিনে নেন ঢাকার এক ব্যবসায়ী তার কোনো এক স্বজনের বিয়ে উপলক্ষে। এবার এখনো অতো দাম হাঁকা না হলেও ৩৫০০০ টাকার শাড়ি রয়েছে মিমির সুন্দরী, বিপণি বিতানের অদুদ ফ্যাশন, সিলকীসহ আরো কয়েকটি দোকানে। জারদৌসী কাজ টিস্যুতে, ইটালিয়ান ক্রেপ শাড়ি বেশ কিছু দোকানে এসেছে।

অদুদ ফ্যাশন বিপণি বিতান

এখানে জারদৌসী আছে ৪০০০ থেকে ৩৫০০০ টাকা (লেহেঙ্গা সেট), ইটালিয়ান ক্রেপে জারদৌসী ৭০০০ থেকে ৮০০০ টাকা। অনুরাগ কাতান-৯ হাজার থেকে ১৫০০০ টাকা। সুখবতী কাতান ১১৫০০ টাকা। এছাড়া মোহিনী , রেশমী , সুশীলা, পূর্ণা, পূতিজা, রুবিনা, পুষ্পলতা, অপর্ণা নানা নামের আকর্ষণীয় সব কাতান মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যেই রয়েছে। ক্রেপ কাতান ৫০০০ থেকে ৫৫০০ টাকা। শিল্পা শেডক্রেপ ৪৮০০ টাকা। জর্জেট বেনারসী

পারেন। আইসকুলে পাবেন স্প্রিং চুড়ি ১০ থেকে ১৫ টাকার মধ্যে। চন্দন কাঠের চুড়ি জোড়া ২২৫ টাকা, মালা সেট ৪৭০ থেকে ৫৪০ টাকা। চারুকলার সামনে দাদুর রঙিন সিরামিকের মাটির গহনা পাবেন ২০ থেকে ১০০ টাকায়।

এছাড়া আগামী ১ থেকে ৭ ডিসেম্বর বিকেল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আবরারের গহনা প্রদর্শনী চলবে ধানমন্ডি ২৭ নম্বরের ডব্লিউভিএ অডিটরিয়ামে। প্রদর্শনী ছাড়াও কলাবাগানের বাড়ি ১৬/এ (নিচতলা) থেকেও আবরারের গহনা কিনতে পারবেন। আবরারের গহনার মধ্যে পাবেন মূলত রূপাতে সোনার প্লেটিং করা গিন্টি গহনা, কাঠের গায়ে পাথরের পুঁতি বসানো গহনা। আবরারের কাছে কাঠ ও সোনাতে পাথর ব্যবহার করা গহনাও পাবেন। আবরার শাড়ি ও সালোয়ার-কামিজের সাথে ম্যাচ করে গহনার অর্ডারও নিয়ে থাকেন। আবরারের গহনার দাম সাধারণ ৯৫০ থেকে ৪০০০ টাকার মধ্যে পাবেন। কাঠের গহনার দাম ৯৫০ টাকা, রূপাতে সোনার প্লেটিং করা গহনাগুলোর দাম ২০০০ থেকে ৪০০০ টাকা।

টিপ

মেয়েরা গহনার পাশাপাশি কিনতে পারেন বিভিন্ন রঙের ও ডিজাইনের টিপ। ইস্টার্ন প্লাজা ও চাঁদনি চকে পাথর বসানো ভেলভেট ও জয়পুরী টিপ পাবেন ১৫ থেকে ৩৫০ টাকায়। হাতের পাথর সেটের বাজু বন্ধের দাম ৭০০ টাকা, টিকলি টিপের দাম ৫০০ টাকা।

কসমেটিক্স

ঈদের দিনটিতে নিজেকে সাজানোর ইচ্ছা কার না জাগে। আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্যে বাড়তি চমক এনে দেবার জন্য বাজারে রয়েছে বিভিন্ন ব্রান্ডের কসমেটিক্স। আইশ্যাডো, আইলাইনার, লিপস্টিক, ফাউন্ডেশন গ্লিটার। এসব কসমেটিক্স আপনি পাবেন আলমাস, খাজানা, প্রাইম কালেকশনে। এছাড়া ইস্টার্ন প্লাজা ও রাপা প্লাজাতেও ব্রান্ডের কসমেটিক্স পাওয়া যাবে। এছাড়া শীতে 'উইন্টার গার্ড' হিসেবে বাজারে এসেছে লোশন, কোল্ড ক্রিম, ভেসলিন ইত্যাদি সামগ্রী। পিচ ব্লম ব্রান্ডের বডি লোশন পাবেন ৩৩০ টাকায়, রেভলনের লোশন ২০০ করে, লেন্ডার ২১৫ টাকা নেচারস ফ্যামেলি ২২০ টাকা তানজিয়া নামের নতুন ব্রান্ড একটি বাজারে এনেছে। 'গ্রেস' প্রতিষ্ঠানটির কর্মচারী আমিনুল ইসলাম জানালেন এটিই বর্তমানে সবচেয়ে দামী ব্র্যান্ড, এই ব্যান্ডের সব আইটেমের দাম ৩২০০ করে। এই ব্রান্ডের মেদ কমানোর ক্রিম ও এ্যান্টি রিঙ্কেল ক্রিমও বাজারে পাওয়া যাবে। এছাড়া ল্যাকমে, ওয়েল অব ওয়েলি ও জনসনের লোশন ও ক্রিমও পাওয়া যাবে বাজারে। ঈদে অস্ট্রেলিয়ান শ্যাম্পু অর্গানিক কেয়ার পাওয়া যাবে গ্রেস ও আলমাসে। ফেস ওয়াশের দাম ১০০-২৫০ টাকার মধ্যে। এছাড়া রেভলন, ল্যাকমে, লরইয়েল, জর্ডানায়র লিপ লাইনার থেকে আই শ্যাডো পাওয়া যাবে বিভিন্ন দামে। ব্রান্ড অনুযায়ী এসব কসমেটিক্সের দাম নির্ধারিত হয়ে থাকে।

পারফিউম

মেয়েদের বডি স্প্রের মধ্যে এক্স এম, ফা, পন্ডস গার্লস ইত্যাদি ডিওডরেন্ট পাওয়া যাবে অর্চিস, নিউমার্কেট, ইস্টার্ন প্লাজা ও রাপাতে। এছাড়া টমি গার্ল, প্রিসিলা প্রিসলি, নিনা রীচি, লুগো বস, শ্যানেল ফাইভ, পয়জন, জয় ইত্যাদি পারফিউম পাবেন ৮০০ থেকে ৮০০০ টাকার মধ্যে। ছেলেদের পারফিউমের মধ্যে ইটার্নিটি, ডলসি গাবানা , গ্যালিলিও, পয়েসন, কুল , হট, হুগো বস (তিনটি ফ্রেগরেন্ট) পাবেন ১ হাজার ৫০০ থেকে ৫০০০ টাকার মধ্যে। নর্মাল পারফিউমের দাম পড়বে ২০০ থেকে ৮০০ টাকা। পাবেন গ্রেস, প্রাইম কালেকশন ও আলমাসে।

যাকাতের কাপড়

ঈদের অন্যতম বাজার আইটেম হলো যাকাতের কাপড়। এক্ষেত্রে সবাই বেছে নেন শাড়ি ও লুঙ্গি। এছাড়া কেউ কেউ জামা

কন্ট্রাস্ট পাড়, আঁচল ২৫০০ থেকে ৩৫০০, টাকা জর্জেট বেনারসী প্লেনে বতি আকর্ষণীয় রঙে ১৮০০ থেকে ২০০০ টাকা। তসরে ক্র্যাশ আঁচল পাড় জরি বর্ডার ১০০০ থেকে ১৬০০ টাকা। চোষা কাতান ১৬০০ থেকে ৪৫০০ টাকা। সানন্দা থ্রিডি তিন রঙের সিল্ক বতি শাড়ি বিক্রি হচ্ছে কাতান নামে ২৫০০ থেকে ৫৫০০ টাকায়।

সিল্কী

এখনো তেমন কোনো নতুন শাড়ি আসেনি। আকর্ষণীয় কাপড়ের মধ্যে হাল্কা আকাশি নেটে সুতার কাজের একমাত্র শাড়িটি ৯ হাজার টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। রোজা ৮/১০টির পর এদের প্রচুর কাপড় আসার সম্ভাবনা আছে, তবে দেশের পরিস্থিতি সাপেক্ষে জানালেন কর্তৃপক্ষ।

রমণীয়া (মেহেদী বাগ)

ব্লক শাড়ি ৩৫০ থেকে ৯৭৫ টাকা (সুতি), ৯৫০ থেকে ১৪৭৫ টাকা (সিল্ক), টাঙ্গইল সুতি ৩৫০ থেকে ৬৫০ টাকা। সিল্ক ১৩৫০ থেকে ২০৫০ টাকা।

থ্রিপিস– ৪৫০ থেকে ৯৭৫ টাকা। তাঁতের থ্রিপিস ১২৫০ টাকা থেকে ১৪৫০ টাকা, ব্লক টাইডাই সুতি ৪৫০ থেকে ৯৭৫ টাকা। ব্লক টাইডাই সিল্ক ১০৫০ থেকে ২৫৫০ টাকা।

পাঞ্জাবি (ব্লক)– ২৫০ টাকা থেকে ৫০০, সাদা হাতের কাজ ৫৫০ টাকা থেকে ৭০০, সিল্ক ৮৫০ টাকা থেকে ১৬০০ টাকা।

স্যান্ডেল–২৫০ টাকা থেকে ৩৫০ টাকা। শার্ট ২০০ থেকে ৩০০ (সুতি), সিল্ক ৫০০ টাকা। ৩ থেকে ১৪ বছর বয়সের বাচ্চাদের থ্রিপিস ২৫০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা। এছাড়া বেডকাভার, সোফা ব্যাক, টেবিল ম্যাট পাওয়া যাবে সহজলভ্য আকর্ষনীয় ডিজাইনে।

আড়ং–চট্টগ্রাম

আড়ং-এর একমাত্র শাখাটি জিইসি মোড়ে। এবারই প্রথম হরেক রকম ডিজাইনের ড্রেস, শাড়ি, পাঞ্জাবি, ফতুয়া, স্যান্ডেল দেখা যাচ্ছে তাও অপর্যাপ্ত বলা যায়।

দোয়েল সিল্ক

(১২৩, সেন্ট্রাল প্লাজা, দোতালা)– সাপ্তাহিক ২০০০ ঈদ ফ্যাশনে দোয়েল সিল্কের ৩টি শাড়ি পুরস্কার পেয়েছে। এছাড়াও চমৎকার সব ডিজাইনের শাড়ি মধ্যবিত্তের নাগালেই রয়েছে।

স্নেহা– রুচিশীল মেয়েদের জুয়েলারি ব্যাগ পছন্দে স্নেহার সেন্ট্রাল প্লাজার তুলনা নেই চট্টগ্রামে– এমন মন্তব্য অনেকের। গোল্ড প্লেটেড গয়না নেকলেস সেট ৮০০ থেকে ৩০০০ টাকা । চুড়ি ১৫০০ থেকে ২০০০, চোখ ফেরানো ভার এমন ডিজাইনের কোরিয়ান নেকলেস সেট। ইতিমধ্যে বিক্রি শুরু হয়ে গেছে। এছাড়া শিশু কিশোরদের ড্রেস এবং সাপ্তাহিক ২০০০ পুরস্কার পাওয়া বাচ্চা মেয়েদের ফ্রক রয়েছে।

সাথী–মিমি

সুপার মার্কেট– ইমিটেশন জুয়েলারি কসমেটিকস সহজলভ্য। এখানে শিশু কিশোরদের জামা, জুতা, সৌখিন ক্লিপ সবকিছুর জন্যে আজই বেড়িয়ে আসুন।

চট্টগ্রাম থেকে **সুমি খান**

ঈদের উপহার সামগ্রী

ঈদ মানেই আনন্দ। আর ঈদের আনন্দকে ভাগাভাগি করে নিতে প্রিয়জনকে আপনি দিতে পারেন ছোট্ট কোনো উপহার। যা আপনার সাধ ও সাধ্যের সমন্বয় করবে। ঈদে প্রিয়জনদের সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটি দেবার রেওয়াজ সেটি হলো ঈদ কার্ড। এই কার্ড আপনি পাবেন নিউ মার্কেট, আর্চিস, হলমার্ক ও আইসকুলে। নিউ মার্কেটে হ্যান্ড পেইন্ট ও এ্যাম্বুস করা কার্ডের দাম পড়বে ৫ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে। আইসকুলে কার্ড পাবেন ৫ থেকে ৩৫০ টাকার মধ্যে। এছাড়া ঈদ উপহার হিসেবে বিভিন্ন ধরনের মগ গিফট করতে পারেন। এসব মগের দাম পড়বে ৪০ থেকে ৫শ' টাকার মধ্যে। আপনি রাশির মগ কিনলে দাম পড়বে ৮০ থেকে ১০০ টাকার মত। ক্যান্ডেল লাইট ডিনার ছাড়াও গৃহকোণকে গ্র্যাভিটি দেবার জন্য প্রিয়জনকে কিনে দিতে পারেন বিভিন্ন রঙের মোম ও মোমদানি। মোম পাবেন ২০ থেকে ৩৫০ টাকার মধ্যে। মোমদানি ৬০ থেকে ১০০০ টাকার মধ্যে। মেটাল অনুযায়ী মোমদানির দামের হেরফের হবে। ১০০০ টাকার ঊর্ধ্বেও মোমদানি পাওয়া যায়। উপহারের তালিকায় আসতে পারে টেডি বিয়ার, নটি বয় বা নটি গার্ল। এগুলোর দাম পড়বে ৫০ থেকে ৬৫০০ পর্যন্ত। সাইজ বুঝে দাম। নটি বয় ও গার্লের দাম ৩০০ থেকে ৯০০ টাকার মধ্যে। উডেন মেসেজ পাবেন ৫৫ থেকে ৭৫ টাকায়। পুতুল ব্যাগ ৭০ থেকে ৪৭৫ টাকায়। উইং টেইন ১০০ থেকে ৮০০ টাকায়। চাবির রিং ২৫ থেকে ২৮০ টাকা। অ্যালবাম পাবেন ১৫৫ থেকে ৬০০ টাকায়। ফটোস্ট্যান্ড ৫০ থেকে ১০০০ টাকা। এখানেও সাইজ ও মেটালের হেরফের অনুযায়ী দাম পড়বে। মগ ল্যাম্প পাবেন ২৫০ টাকায়।

এছাড়া ঈদে প্রিয়জনকে দিতে পারেন বই। আজিজ সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, নিউমার্কেট ও বেইলী রোডের 'তবুও বই পড়ুন' থেকে প্রিয়জনের পছন্দের লেখকের বইটি তাকে উপহার দিন। চকলেট পছন্দ করেন এমন প্রিয়জনকে দিতে পারেন ফক্স বা ক্যাডবেরির বক্স। দাম পড়বে ৫০ থেকে ১ হাজার টাকা।

ফুল পছন্দ করে না এমন মানুষ খুব কম পাওয়া যাবে। তাই শাহবাগ ও কাঁটাবন থেকে একটি সুন্দর ফুলের বুকেট উপহার দিন প্রিয়জনকে। এখানকার ফুলের বুকেটের দাম পড়বে ৫০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে। সঙ্গীতপ্রেমী প্রিয়জনকে দিতে পারেন প্রিয় বাংলা বা হিন্দি গানের ক্যাসেট বা সিডি। নিউ মার্কেট, বায়তুল মোকাররম, ইস্টার্ন প্লাজায় ৩৫ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে পাবেন বিভিন্ন গানের ক্যাসটে। সিডি পাবেন ১০০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে।

ঈদের গিফট আইটেমগুলো বিভিন্ন মোড়কে সাজিয়ে দিলে তা আরো মোহনীয় হবে। এর জন্য র‍্যাপিং পেপার পাবেন ইস্টার্ন প্লাজা ও আড়ং-এ। দাম পড়বে ১০ থেকে ৫০ টাকা পিস হিসেবে। র‍্যাপিং রোল সেলোফিনের ফিতা পাবেন ৫০ টাকা করে নিউমার্কেটে। সেলোফিনের ফুল পাবেন ৫ থেকে ২৫ টাকায়।

কাপড়ও দিয়ে থাকেন। এবার শীতে ঈদ হচ্ছে বলে আপনি শাল, চাদর , মাফলার, সোয়েটার বা টুপিও যাতাকের কাপড় হিসেবে বিলাতে পারেন।

এসব পাওয়া যাবে ঢাকার ধানমন্ডির আহছানিয়া মহিলা মিশনে। এখানে পাইকারি এবং খুচরা দরে কাপড় কিনতে পারবেন। এছাড়া গাউসিয়া, ধানমন্ডি হকার্স মার্কেট, মিরপুর ১ নম্বরের মুক্তিযোদ্ধা সুপার মার্কেট, বঙ্গবাজার, পীর ইয়েমেনী মার্কেট, নীলক্ষেতের বাবুপুরা হকার্স মার্কেট, পুরান ঢাকার ইসলামপুরে যাকাতের কাপড়-চোপড় কিনতে পাওয়া যায়। আরামবাগ ও কমলাপুরেও যাকাতের কাপড় কিনতে পাওয়া যায়। নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা এবং নরসিংদী গিয়েও যাকাতের কাপড় পাইকারি দরে কিনতে পারেন। ইসলামপুরে প্রিন্ট এবং চেক শাড়ি বেশি পাওয়া যায়। এখান থেকে একশ' বা হাজার হিসেবে কিনলে গড় দাম অনেক কম পড়বে।

যাকাতের শাড়ি ও লুঙ্গি পাবেন ১০০ থেকে ৩০০ টাকার মধ্যে। পাইকারি হিসেবে কিনলে দাম অনেক কম পড়বে।

বেরিয়ে আসুন ঈদের অবসরে

কংক্রিটের জঞ্জাল থেকে মুক্তি পেতে ঈদের একটুখানি ছুটির ফাঁদে ধরা দিতে পারেন। ঘুরে আসতে পারেন দেশের যেকোনো স্থানে। অথবা দেশের বাইরেও। এবারের ঈদ প্যাকেজ ট্যুরের আয়োজন করেছে বিভিন্ন ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন। আপনার সুবিধার্থে দেয়া হচ্ছে বেশ কিছু প্যাকেজ ট্যুর কোম্পানির ঠিকানা ও খরচের বিবরণ।

দি গাইড ট্যুরস

দি গাইড ট্যুরস-এর ম্যানেজার (এডমিনিস্ট্রেশন) ডেনজিল গ্র্যাগরী জানালেন, এবার ঈদের স্পেশাল ট্যুর হবে সুন্দরবন ট্যুর। ডিসেম্বরের ১৩ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত স্থায়ী এ ট্যুরের খরচ পড়বে ৫,০০০ টাকা। এছাড়া দিনাজপুর (কান্তজীর

ইকেবানা

ফুল প্রেমীদের কাছে ইকেবানা একটি অতি পরিচিতি নাম। 'ইকেবানা' অর্থাৎ জাপানি ফুলের বিন্যাস। ঢাকায় ইকেবানা নামের প্রতিষ্ঠানটি অনেক পুরনো। তাজা বা ড্রাই যে কোনো ধরনের ফুলের বিন্যাসের জন্য ইকেবানার জুড়ি নেই। এবার ঈদে ইকেবানার প্রপাইটার কাম ডিজাইনার নিলুফার ফারুখ খুলে বসেছেন হাজার ফুলের সম্ভার। ঈদে প্রিয়জনকে উপহার দিতে-অথবা আপনার গৃহ বা অফিস সজ্জার জন্য ইকেবানার সাহায্য নিতে পারেন। এখানে ড্রাই ফ্লাওয়ার পাওয়া যাবে ৫০ থেকে ১০ বা ১৫ হাজারের মধ্যে। আপনার অর্ডারের ওপর নির্ভর করছে দাম। আর ফ্রেশ ফ্লাওয়ারের দাম পড়বে ১০০ থেকে ৫০০০ টাকার মত। ইকেবানা বিভিন্ন জায়গায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকে, এছাড়া বিভিন্ন অফিসে পট গ্লাস ভাড়া দেয়। এগুলোর ভাড়া পড়বে ৫০ থকে ৮০ টাকা। ইন্টেরিয়ারের কাজ করে ইকেবানা। তাই এখনই সময় সময় থাকতেই সাজিয়ে নিন আপনার গৃহকোন। এক্সটেরিয়র যেমন টবে পাথর বা পানি দেয়ার জন্য ইকেবানা কোনো চার্জ রাখে না। আপনি যদি ফ্রুট এ্যারেঞ্জমেন্ট করতে চান তাও করে দিবে ইকেবানা। দাম পড়বে ৫০০ থেকে ১৫০০ টাকার মধ্যে।

এবার ঈদ যেহেতু শীতে ঈদ তাই গোলাপ, ক্রিসেন থিমাম সাদা স্প্রে ফ্লাওয়ার দিয়ে বুকে সাজাতে পারেন। আর ইকেবানা বট পাতাকে সিলভার অথবা গোল্ডেন কালার করে দিয়ে আপনার বুকেটিকে করে তুলতে পারে গর্জিয়াস। এছাড়া আপনার গিফট বক্সের ওপর ছোট্ট একটি ফুল আপনার উপহারকে করতে পারে আরো মোহনীয়। জানালেন নিলুফার ইয়াসমীন।

ঠিকানা : গুলশান-২, বাড়ি ২৩/এ, সড়ক ৪২৯। সকাল সন্ধ্যা খোরা থাকে।

মন্দির), রংপুর, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুষ্টিয়ায় মোট চার দিন তিন রাতের ট্যুরে জনপ্রতি খরচ পড়বে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা।

মি: গ্র্যাগরি আরো জানালেন যে সময়, জায়গা ও গ্রুপ অনুযায়ী ট্যুরের খরচটা নির্ভর করে।

যোগাযোগ : দর্পণ কমপ্লেক্স (দোতলা), প্লট-২, গুলশান-২, ঢাকা

ফোন : ৯৪৪৬৯৪৩

ট্যুর ডেস্ক-ডাকা শেরাটন হোটেল-৮৬১৩৩৯১, এক্স-৮৬৭৭

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বিপিসি)

বিপিসির এক্সিকিউটিভ অফিসার শাহ হোসেন দিলদার জানান, তারা দু'ধরনের প্যাকেজ ট্যুরের আয়োজন করছেন-

রিভার ক্রুজ : ঢাকা থেকে চাঁদপুর (৯/১০ ঘন্টা) ২০০ জনের ট্যুর

এভারেজ প্রাইজ ৭৫০ টাকা (বড়দের জন্য), ৬০০ টাকা (ছোটদের জন্য)

সকালের নাস্তা, লাঞ্চ, ইভিনিং টি, কালচারাল প্রোগ্রামসহ এই খরচ

সুন্দরবন : সর্বোচ্চ ১৮ জনের গ্রুপ হবে। ঢাকা থেকে এয়ারকন্ডিশন কোচে গেলে খরচ পড়বে ৬৫০০ টাকা আর বাই এয়ারে যশোর পর্যন্ত গিয়ে পরে মাইক্রোতে মংলা পর্যন্ত খরচ ৮৫০০ টাকা এছাড়া বিপিসি ঢাকার সাইড সিইং-এর ব্যবস্থা করে, থাকে এতে জনপ্রতি খরচ হয় ৩০০ বা ৪০০ টাকা।

যোগাযোগ : ২৩৩ এয়ারপোর্ট রোড, তেজগাঁও, ঢাকা

ফোন: ৮১১৭৮৫৫-৯

একুশে - সাপ্তাহিক ২০০০ ঈদ ফ্যাশন প্রতিযোগিতা

একুশে-সাপ্তাহিক ২০০০-এর ঈদ ফ্যাশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতিমধ্যে সাপ্তাহিক ২০০০ ঈদ ফ্যাশন-এর ওপর দুটি সংখ্যা বাজারে ছেড়েছে। প্রকাশিত দুটি সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে একুশে টিভি জাকজমকপূর্ণ ফ্যাশন অনুষ্ঠান নির্মাণ করেছে। একুশে টেলিভিশনে প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবার রাত ৮টা ৩০মিনিটে অনুষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত হবে।

সেন্ট মার্টিন ট্যুরিজম লি:

সেন্ট মার্টিন ট্যুরিজম প্রতি সপ্তাহে তাদের প্যাকেজ ট্যুরের আয়োজন করে থাকে। তবে এবার ঈদ উপলক্ষে দেশের বাইরে শিলং-এ ট্যুরের আয়োজন করেছে। ঈদের পরের দিন থেকেই ট্যুর শুরু হবে। খরচ পড়বে জন প্রতি ৬৫০০ টাকা থাকা-খাওয়া সব মিলিয়ে।

এছাড়া সুন্দরবন ৪০০০ টাকা কুয়াকাটা ১৮০০ টাকা ও সেন্ট মার্টিন, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার ট্যুর খরচ পড়বে ২৫০০ টাকা করে।

যোগাযোগ : সৈয়দ হাসান ম্যানশন ৩৭/বি, পুরানা পল্টন লেইন, ঢাকা

ফোন : ৯৩৩৮৪৩১, ০১৭৮৮৩৯৯৩, ০১৯৩১১০৩১

টাইম ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরস লি:

যোগাযোগ : ১২১ মতিঝিল বা/এ, জীবন বীমা ভবন (নিচতলা) ঢাকা।

ফোন : ৯৫৬২৩১৬, ৯৫৬৫৪২৭

অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

চারু চট্টগ্রাম ফ্যাশন হাউজ
৩০/৩১, মেহেদীবাগ, চট্টগ্রাম, রোড নং-২, লেইন-৪, জি ব্লক, হালিশহর হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম। ফোন- ৬৩৭৪৫৪, ৭২৬০৬১

ডিজাইন রুটস
বাড়ি-১/৯, ব্লক- ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা
ফোন- ০১৮২২৫০১৯

আড়শি
বাসা-৮, রোড-২০, সেক্টর-৪, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা
ফোন-৮৯১২০২৯, ৮৯১৩৩৮০

রিতা'স বুটিক
বনফুল
রোড নং-৮, বাড়ি নং-৭, পল্লবী, মিরপুর-সাড়ে ১১, ঢাকা
ফোন- ৮৬১৬৪৫৪, ৮৯১২০৫৮

রঙ
বাড়ি-৪২, রোড-২০, সেকশন-এ, উত্তরা
ফোন- ০১৯৩৫৭৪৪৩

শীতল বাবুল গার্মেন্টস
৩৯৩/২৩/২৪, গাউছিয়া মার্কেট (৩য় তলা)
এলিফেন্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন- ৯৬৬৩৫৯৬

বডি ওয়ারস
বাড়ি-২৭, ব্লক-১, রোড-১১, বনানী, ঢাকা
ফোন- ৯৮৮৬৮৯৭, ৮৮১০৬৩৯

আড়শি
রোড-১২১, বাড়ি-২৪, ফ্ল্যাট-সি/৩, গুলশান-১, ঢাকা

হায়াত'স বুটিক
বাসা-৩৬৪, লেইন-২৭, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ফোন-৮৮২১৪৬৩

জেসমিন
দোকান-৩, রোড-২৭, রাপা প্লাজা, ধানমন্ডি, ফোন-৮০১৭৩১৬

কারুসূচী
২৫৫, নিউ সার্কুলার রোড, মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭
ফোন- ৯৩৩৩৯৭৩, ০১৭-৩০৩৪৯৪

গুঞ্জন
দোকান-১৭, অর্কিড প্লাজা, রোড-২৮, ধানমন্ডি
ফোন- ৮১৩০৬৪২, ০১৭১৬৪৯৮৪

আরশি টেইলার্স
গুলশান-১, রোড-১২১, বাড়ি-২৪, প্লট-৩১
ফোন- ৯৮৮৬৯৬৭

দোল'স বুটিক
১৬/৫, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা
ফোন- ৮১১৯০২৮, ০১৭১৬০৮৮৪

লিলি'স ফ্যাশন
১০৮, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
রোড-১৯ (পুরাতন), ৯/এ (নতুন)
ফোন-৯১১৬৩৬৭

কারিতা'স
১/সি, ১/ই পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২২১
ফোন- ৯০০১৪৯৯

কারুকা
আনারকলি সুপার মার্কেট
সিদ্ধেশ্বরী
দোকান- ৩৬, ৩৬/এ, ৩৯ (২য় তলা)
ফোন- ৯৩৪৫৪৭৯, ৯৩৪৭০৪৬, এক্স-২০৩

এক্সপ্রেশন বুটিক
২৫৪, প্রিয়াঙ্গন শপিং সেন্টার
ঢাকা, ফোন- ৮৬১৪৭৮৪

আবির্ভাব
২১, বেলী কমপ্লেক্স, উত্তরা, ঢাকা
ফোন-৮৯১৮৪০৬

প্রিয় কারু মেলা
৩১২/৩১৯ প্রিয়াঙ্গন শপিং সেন্টার (৩য় তলা)
সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়, ৪৭ মিরপুর রোড
ফোন-৯১২৯৪৫৭

ঈ
বাড়ি-২, রোড- ৪, ব্লক-এ, সেকশন-৬, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ ফোন-৮০২৩৪৬৪

পল্লব
এফ-৮, আনারকলি সুপার মার্কেট (২য় তলা)
সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা
ফোন- ৪০৯৫০৬, ৯৩৩১৯৮৭

সপুরা সিল্ক মিলস লিঃ
মমতাজ প্লাজা (৩য় তলা)
বাড়ি-৭, রোড-৪, ধানমন্ডি, মিরপুর রোড
ফোন- ৮৬১০০৬৮, ০১১৮৫৮০৯২

নারী মেলা
দোকান-৩, বাড়ি-৬৬, এভিনিউ-৫, ব্লক-এ, সেকশন-৬, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন-৯০০৫১২১

ডলস হাউজ
পাতাল গঞ্জ, ৫২৭ আবদুল্লাহ খান রোড
চট্টগ্রাম, ফোন-৬৫২৯১১

উষা সিল্ক
পশ্চিম পান্থপথ (২য় তলা)
(শমরিতা হাসপাতালের পার্শ্বে)
চেম্বার মার্কেট, ঢাকা
ফোন-০১৭৩৪৯৩৪৯

ঢাকাই প্রিন্ট শাড়ি
৪/৪২, ইসমাইল ম্যানশন
(৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
ফোন-৮৬২৪৭৯৬, ০১৯-৩৪৬৪৩৫

শাড়ী কমপ্লেক্স
২৪৫-৪৬, প্রিয়াঙ্গন
শপিং সেন্টার
৪৭, মিরপুর রোড
ফোন-৯৬৬০৬৭০, ০১৯৩৪২৩০০

পারফেক্ট টেক্সটাইল
টিএমসি ভবন, (৯ম তলা)
৫২, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা
ফোন-৮৩১৯৬৬৭

হেনরীজ হেরিটেজ
বাড়ি নং-২৮৫, রোড-২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি (আবাসিক এলাকা)
ফোন- ০১৮-২২৭২৮১, ০১৭-৬৩৫৪৫৭

অঞ্জলী ব্লক ও স্ক্রিন প্রিন্ট
৪৪/২, নুর মহল, কলাবাগান
লেক সার্কাস, ঢাকা-১২০৫
ফোন-০১৮-২৮১৮০০, ৩২৯২৬৭

শ্বেতা
৫৩৫/এ তিলপাপাড়া
খিলগাঁও, ঢাকা
ফোন-৭২১৫৯৫৬

কালার ক্রিয়েশন
৮৯, পুরানা পল্টন লাইন
ঢাকা-১০০০, ফোন-৯৩৩৪১৬৪

আলেয়া ফ্যাশন
১৩, সেন্ট্রাল রোড, হাতিরপুল
ঢাকা-১২০৫,
ফোন-৯৬৬৪৯৭৭

আয়োজন বুটিকস
৩৬/৫ মিরপুর রোড (৪র্থ তলা)
প্রিয়াঙ্গন শপিং-এর পেছনে
ফোন-৯৬৬০৬০০

রানা ফ্যাশন
৩/১-৬ গাউছিয়া মার্কেট
(৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
ফোন-৯৬৬৪০৩৩

শ্রেয়া বুটিক
১৫/৯, ডি মধুবাগ, বড় মগবাজার, ঢাকা
ফোন-৯৩৩০৫৩৬, ৮৩১১০৬৯

আফরীন'স
৮,এ (১ম তলা) সেঞ্চুরী আর্কেড
মগবাজার, ঢাকা
ফোন-৯৩৩৯৬৬১, ৯৩৫৩১১০ এক্স-১১১

রাজশাহী সিল্ক হাউজ
আহমেদ মার্কেট (১ম তলা)
বগুড়া, ফোন-৩৭২৯, ৫১৭৫/০৫১

নির্ভানা হ্যান্ডিক্রাফটস
১০০ শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
৩৪০, প্রিয়াঙ্গন শপিং সেন্টার
৪৭ মিরপুর, ঢাকা, ফোন-৮৬১৩৭৫৪

ইত্যাদি
৩/এ, নিউ বেইলী রোড
(২য় তলা) ঢাকা, ফোন-৯৩৫২৮৭৬

সম্ভার
১/১৮ ইস্টার্ন প্লাজা
সোনারগাঁও রোড, ঢাকা
ফোন-৮৩১৮৪৫১ (বাসা)

শকুন্তলা
দোকান-৪/৫, টিএমসি
৫২, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা
ফোন-৮৮১৬৩৯৮, ৬০০০৮০

হ্যান্ডিবাজার
১৯৬, গ্রিন রোড, ঢাকা, ফোন-৯১১৮৭৫৮

নীড়
দোকান নং-২, রেলী কমপ্লেক্স, সেক্টর-৩,
উত্তরা মডেল টাউন, ফোন-০১৭-৩৭৮৮৮২

টেক্সমার্ট
৫৩, উত্তরা, ঢাকা, রোড-১৪, সেক্টর-৩
ফোন-০১৯-৩৪৮৯০৫

স্নেহা
৬৩, সেন্ট্রাল প্লাজা, ও আর নিজাম রোড
চট্টগ্রাম, ফোন-৬২২১১৮

বাংলার মেলা
১. বনানী, বাড়ি নং-১৫৫/ই, রোড নং-১১,
ঢাকা
২. মিরপুর, শ্রুতি টাওয়ার, মিরপুর স্টেডিয়াম
ও জাতীয় সাঁতার কমপ্লেক্সের বিপরীতে
ফোন- ৮০২০২০৯, ৮০১৫০৯২ এক্স-১৩১,
০১৭-৫২০৬৫৩, ০১১৮১১৪৪০, ই-মেইল-
hoques@bdcom.com

পারফেক্ট টেক্সটাইল
৫২, নিউ ইস্কাটন রোড
টিএমসি বিল্ডিং (৮ম তলা)
ঢাকা-১০০০
ফোন- ৮৩১৯৬৬৭

দর্জি
বাড়ি নং- ২২৩, লেন-১৫, লেক রোড, নিউ
ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা
ফোন- ৯৮৮৪৭৯৭, ৮৮১২৭৮৬, ই-মেইল :
Shachow@bangla.net.

শাড়ি কালেকশন
সেকশন নং-১০, ব্লক-এ, লেন নং-৮,
লালমাটিয়া, ঢাকা
ফোন- ০১৮-২১৩৪৫৮

দোয়েল
সোনাদীঘির মোড়
রাজশাহী
৭৭৫২৭১/০১৭৮১২৫৯৯

শুকসারী
৫২ নং নিউ ইস্কাটন ২ ও ৩ নং দোকান
১৫ বি; রোড, (পুরাতন) নং ২৭; ধানমন্ডি
আ/এ
ফোন- ৪১২৪৪০, ৮৩১৯৩৪৮, ৯১১৬৫৭৯,
৮৩১৪৭৬৫, ৮১১৪০০১

নবরূপা
৩/১২ মিরপুর রোড
লালমাটিয়া, ঢাকা
ফোন- ০১৮-২১৩৪৫৮

দোলাস বুটিক
১৬/৫, লেক সার্কাস
কলাবাগান, ঢাকা
ফোন- ৮১১৯০২৮,
০১৭-১৬০৮৮৪

ইভা
১৫৫ প্রিয়াঙ্গন শপিং
সেন্টার
৪৭ মিরপুর রোড,
ঢাকা
ফোন- ৯৬৬৮৯৭৫

নিপুণ
৩৮, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট
কাঁঠালবাগান, ঢাকা
ফোন- ৯৬৬১৫৬৯,
৯৬৬৫১২১

কে. ক্রাফট
বাড়ি-১/এ, রোড-১৩
(নতুন) ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
সোবহানবাগ, ঢাকা
ফোন-০১৭-৬৭০৪৪৪

রঙ
রওনক প্লাজা
বিডিআর গেট-৪, ধানমন্ডি-২
ফোন- ০১৯৩৫৭৪৪৩, ৮৯১৩০৭৫

এ.বি. ফ্যাশন
২৮, মিরপুর রোড, গোল্ডেন গেট
ঢাকা-১২০৫, ফোন- ৯৬৬৫১০২, ০১৯-
৩১১৫২৪

মেলা
২/৭, স্যার সৈয়দ রোড
আসাদ গেট, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭
ফোন- ৮১১১৫৭০

মাইডাস মিনিমার্ট
বেইলী রোড
ফোন-৮৩১১৭৯৭

অঙ্গনস
অফিস-৮৮, নিউ সার্কুলার রোড
সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা
শো-রুম : ১. সোবহানবাগ, ২. বনানী, ৩.
ধানমন্ডি, ৪. সিদ্ধেশ্বরী
ফোন- ৮৩১৯২৭৮, ০১৭-৬০৬১৪৪, ০১৭-
৬৩৩৯১১
ই- মেইল- Angans@traus bd.net

ওজি
৮৭, নিউ সার্কুলার রোড, ঢাকা
বাড়ি নং-১/এ, রোড নং-১৩, ধানমন্ডি
আর/এ, সোবহানবাগ, মিরপুর রোড
ঢাকা-১২০৯, ফোন- ০১৭-৮৯৫৮৬০

প্রচ্ছদ পরিচিতি

ক. **ফিমা** পরেছেন **দর্জি বুটিক**-এর নীল ব্লক প্রিন্ট সালোয়ার কামিজ।
খ. লাক্স ফটোজেনিক **আফরোজ** পরেছেন **রং** (ঢাকা)-এর লাল সালোয়ার কামিজ।
গ. **চিত্রনায়ক মান্না** পরেছেন **বাংলার মেলা**'র প্রিন্টেড শালসহ পাঞ্জাবি।